আল্লা কে ?

আরবী ভাষায় আমাদের অভিজ্ঞতা নাই। বাঙ্গালা, হিন্দি ও ইংরাজী ভাষার উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইতেছে। তাহাতেও দেখা দিয়াছে মতভেদ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এই উদ্ধৃত অংশ সত্যার্থ-প্রকাশে যতটা স্থান পাইয়াছে উহাতেই সীমাবদ্ধ রাখিলাম। মঃ আক্রাম খাঁর বঙ্গানুবাদে আল্লাহ্ শব্দের প্রতিশব্দ বঙ্গ ভাষায় প্রচলিত দার্শনিক শব্দ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার পাণ্ডিত্য জ্ঞাপক সন্দেহ নাই। আমরাও আল্লাহ্ শব্দের প্রতি-শব্দ আল্লাহ্ই রাখিলাম। কারণ কুরাণে যেরূপ দার্শনিকতার স্থান পাইয়াছে উহা হিন্দুপুরাণে কল্পিত যমরাজের মতই সংস্কার জাগাইয়া থাকে। আল্লাহ্ মৃত আত্মার বিচার করেন। ইহা যমরাজারই কাজ এবং সেখানে মানুষের কৃতকার্য্যের হিসাব রাখা হয়। ইহাও চিত্রগুপ্তেরই খাতা বলিতে হইবে। (সূরা ফতেহ আঃ ৪॥ সূরা মরিয়ম। আঃ ৭৯)। আল্লাহ্ নিজের মূর্ত্তির মত আদমের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারাও প্রমাণ হয় যে আল্লাহ্ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের মত ব্যাপক নহেন (সূরা আরাজ আঃ ১১)। যাহারা কুরাণ, কয়ামত, আল্লাহ্ রসুলে বিশ্বাসী তাহদের জন্য অনন্ত ''বহিস্ত'', আর যাহারা উহা বিশ্বাস করে নাই তাহাদের জন্য অনন্ত দোজক। যমরাজার বিচার ইহা অপেক্ষাও যুক্তিপূর্ণ - যেখানে ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, দান, চৌর্য্য ও সর্ব্বপ্রকারের পাপ পুণ্যের জন্য সাময়িক নরক বা সাময়িক স্বর্গের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কুরাণে কোন কথারই যুক্তি পাওয়া যায় না। আল্লাহ্কে বিশ্বাস করিয়া গুণ্ডামীও করা যায়। আবার অনেক সত্যবাদী, ত্যাগী, দাতা, উদার প্রকৃতির লোক যদি আল্লাহ্ বিশ্বাস না করেন তবে তাহাদের জন্য দোজক ভিন্ন কী ব্যবস্থা আছে? কুরাণ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছে যে ইহা একখানা বিপ্লব গ্রন্থ। যাঁহারা কার্লমার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইহাও পাঠ করুন, সব বুঝিতে পারিবেন। এই বিপ্লবের সবচেয়ে বাহাদুরি এই যে ইহা বিশ্বাসবাদী ও বিপক্ষ, দুই পক্ষকেই ফাঁকি দিয়াছে। বিশ্বাস বাদীরা ইহা দ্বারা দার্শনিকতা ও মনের খোরাক কিছুই পায় নাই এবং বিপক্ষ এই বিপ্লব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবার জন্য আল্লাহ্, কয়ামত, কুরাণ, রসুল এসব সত্য কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে তাহার শাস্তির কথা শত শত আয়াতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিপক্ষ জানিত ইহা যুক্তিহীন ধর্ম্মমত মাত্র। কিন্তু স্বপক্ষীয় বুদ্ধিমানেরা ইহা ভাল ভাবেই জানিত ইহা একটা রাজ্য গড়িবার পরিকল্পনা। এই ভাবে একদল অশিক্ষিত লোককে হাতে করিয়া বিপ্লব সিদ্ধ করা হইয়াছিল। লেনিনও এই ভাবেই বিপ্লব সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

কুরাণে মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি আছে। মঃ আক্রাম খাঁ প্রভৃতির কলমেও এই উস্কানি বাদ পড়ে নাই। হিন্দুরা ভাল ভাবেই জানে যে তাহারা মূর্ত্তি পূজা করে না। তাহারা ইহাও জানে যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাহারা ইহা আরও ভাল ভাবে জানে যে ঈশ্বর ব্যাপক এবং তাহার কার্য্যাবলী যমরাজার মত অদার্শনিক ও কাল্পনিক নহে। হিন্দুরা জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের অনুভূতিকে বুঝাইবার জন্য মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা

যদি তোমরা মূর্খতা বশতঃ না বুঝিতে পার তবে নিজেদের বিলয়েরই পথ করিতেছ জানিও। কুরাণের বহু আয়াতে একথা স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান যে (১) কুরাণ কেবলই আরব জাতির জন্য (সূরা হমিম্ আঃ ২৯)। (২) পৃথক পৃথক জাতির জন্য পৃথক পৃথক মহাপুরুষ আসিয়াছেন। (সূরা জুনাহ্ আঃ ৪২)। (৩) বিভিন্ন জাতির জন্য গ্রন্থও বিভিন্ন প্রকার আসিয়াছে। (সূরা জনিয়াহ্ আঃ ২৮)। কাজেই আমরা বলিতে পারি (১) হিন্দুর দেশে কুরাণ চলিবে না। (২) শ্রীকৃষ্ণ, রাম ও বুদ্ধের দেশে কুরাণ ও মহম্মদের মত মহাপুরুষের প্রয়োজন হইবে না। (৩) বেদই আমাদের দেশে ধর্ম্মের নির্দ্দেশক থাকিবে।

কুরাণে দেখিতে পাই আল্লাহ্ মিঞা একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। ইহাই আদম-এর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফরিস্তেগণকে প্রণাম করিতে বলেন। সকলেই প্রণাম করিল। কেবল ইব্লিস্ বাদে। ইহাতে আল্লাহ্ মিঞা চটিয়া যান এবং ইব্লিস্কে শয়তান আখ্যা দান করিয়া বিতাড়িত করেন। দেখা যাইতেছে আল্লাহ্ মিঞা নিজেই 'বুৎ পরস্তি'র শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ মূর্ত্তি পূজা নিতান্তই বিজ্ঞানহীন খামখেয়ালীপনা মাত্র। হিন্দুরা মূর্ত্তির অবলম্বনে ঈশ্বর উপাসনা করিলেও শাস্ত্রের সহিত ও দার্শনিকতার সহিত উহার অমিল নাই। ''সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ'', মাটি, পাথর, বৃক্ষ, জীব, জন্তু, মনুষ্য, আকাশ, বাতাস, অগ্নি, জল সবই 'ব্রহ্মস্বরূপ'। কাজেই যদি মানিয়া লওয়া যায় যে মূর্ত্তি পূজাই হিন্দুরা করে, তবুও ব্রহ্মের পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু তোমরা যে হাটে, পথে, ঘাটে, মাঠে, কবরে ও ঘরের মেঝেতে মাটিকে এত শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম কর উহাতে দার্শনিকতা কোথায়? তোমরা মাচাঙ্গে চড়িয়া কানে অঙ্গুলী টিপিয়া অত জোরে যে আল্লাহ্ মিঞাকে ডাক উহা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মিঞার কানে পৌঁছায় না, কারণ তিনি থাকেন সাতখানা আস্মানের উপর।

ইদানীং 'সত্যার্থ প্রকাশের' বিরুদ্ধে ইস্লামিয়ারা খুব লাগিয়াছে। কুরাণ বাদ যদি আমাদের দেশের একাংশ জন সংখ্যাকে নিজেদের কৃষ্টি ও ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া মক্কাবাদী করিয়া লইতে পারে, উহা যদি যুক্তি ও দার্শনিকতার দিকে খেয়াল না করিয়া কোন 'বুৎ পরস্তির' নামে হিন্দুর মূর্ত্তি খণ্ডন করিতে পারে এবং হিন্দুর পবিত্র তীর্থ মন্দির ও দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া মস্জিদে পরিণত করিতে পারে তবে সন্ন্যাসীরাই বা কেন মক্কাবাদকে অ-দার্শনিকতা ও যুক্তিহীনতা দেখাইয়া খণ্ডন করিতে পারিবে না? আমরা আর্য্য সমাজকে সমর্থন করি; কারণ হিন্দুরা যে মূর্ত্তির অবলম্বনকে ত্যাগ করিয়া একটা শক্তিশালী ধর্ম্ম গড়িয়াছে উহাদ্বারা হিন্দুর জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি মূর্ত্তির অবলম্বনে 'বুৎ পরস্তি' তবে তোমরা আর্য্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হও না কেন? যদি বিপ্লবের খেয়াল না থাকে তবে অ-দার্শনিকতা ও যুক্তিহীনতাকে ধর্ম্মের নামে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন আমরা দেখি না। এই বিজ্ঞানে বিপ্লবের আর সম্ভাবনা নাই। ইহা তোমরা ভাল ভাবেই জানিয়া রাখিও। রাজনীতি-কুশল ইংরেজ ভারতের বুকে একটা চিরস্থায়ী বিপ্লবের সমস্যা দাঁড় করিবার জন্য ইহাদিগকে যত প্রকারে পারা যায় ঘুষ দিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। আর ভাববাদী হিন্দু নেতারাও শীঘ্র ও সস্তায় স্বরাজ লাভের লোভে কর্দ্দমে ডুবিবার উদ্যোগ করিতেছে। কাজেই সমস্যা যে আমাদের নিকট কঠিন আকার লইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই।

আমরা কুরাণ হইতে উদ্ধৃত এই অধ্যায় হিন্দুদের জন্য প্রকাশ করিলাম। এ দেশে যে মুসলমান সমাজ গড়া হইয়াছে, উহা হিন্দু সমাজকে ভাঙ্গিয়াই গড়া হইয়াছে। এখনও হিন্দুদিগকে ভাঙ্গিবার শত শত পথ বিদ্যমান। আমাদের দেশে ইসলামের প্রবেশকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা হিন্দুরা ক্রমাগত অত্যাচারিত হইয়া চলিয়াছে। এই অনীতির সহিত কুরাণ বাদ কতটা জড়িত উহা বুঝাইবার জন্য এবং সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বাদীদের ভ্রান্ত কথায় যাহাতে হিন্দুরা ভুল করিয়া অসাবধান না হয় এইজন্য এই কুরাণ তত্ত্ব অংশ প্রকাশ করা গেল। যাহাতে অন্যের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত না লাগে এজন্য যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে আমরা টীকা করিয়াছি। যদি কিছু ত্রুটি থাকে আমাদিগকে জানাইলে আমরা উহার সংশোধন করিব। যে সব হিন্দু সন্তান নিজেদের প্রাচীন ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহাদিগকে এই অধ্যায় বিশেষ সাহায্য করিবে।

১। ‘‘বিস্মিল্লা হিরহিমানি র্রাহীম্ (ক)। অল্ হাম্দো লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন্ (খ)। রহিমানি র্রাহীম্ (গ)। মালিকে য়ো মিদ্দীন্ (ঘ)। ইয়্যাকা না অবুদো বা ইয়্যাকা নাস্তা ঈন্ (ঙ)। ইহ্দিনা স্মিরা তাল্ম স্তাকীম্ (চ)। সিরা তাল্লা জীনা অন্ অম্তা অলয় হিম গয় বিল্মগ দু অলয়্ হিম্ ব লজ্জাল্লীন (ছ)।’’ সূরা ফতেহঃ ॥

এই আয়াৎ সাতটি কুরাণ বাদের জীবন বা মাতৃস্বরূপ। প্রত্যেক নমাজে এই সাতটি আয়াতই বার বার পাঠ হইয়া থাকে। কুরাণ বাদের ভিত্তি স্বরূপ এই স্তুতিটি কুরাণ বাদের বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ। এক এক করিয়া আয়াতগুলি ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

(ক) ‘‘আল্লার (আল্লাহ্) নাম সহ আরম্ভ, যিনি কৃপা করেন ও দয়ালু।’’

টিপ্পনী :- কুরাণের মতে আল্লাই সৃষ্টি কর্ত্তা - ইহা জন্মান্তর মানে না। ইহার সৃষ্টি হিন্দু শাস্ত্রের মত প্রাকৃতিক বিধানেও হয় না। মানুষের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী, রাজা, ভিখারী, ন্যাংড়া, খোঁড়া, অতিদুঃখী, অতিসুখী দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্র মতে জীব জন্ম-জন্মান্তরের ভাল মন্দ কর্ম্ম প্রভাবে সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকে। কিন্তু কুরাণের মতে আল্লাই এইরূপ বৈষম্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা। যে আল্লাহ্ এইরূপ বৈষম্য সৃষ্টির স্রষ্টা তিনি কিছুতেই দয়ালু হইতে পারেন না। বরং তিনি অত্যন্ত খামখেয়ালী, পক্ষপাতী।

(খ)(গ)(ঘ)(ঙ); ‘‘সব স্তুতি আল্লার জন্য যিনি সংসারের প্রতিপালক। কৃপালু দয়ালু। সুবিচারের দিনের অধিপতি। আমি তোমারই বন্দনা করি। আর তোমারই সহায়তা চাই।’’

টিপ্পনী :- আল্লাহ্কে ন্যায় বিচারের অধিপতি বলা হইয়াছে। মহা পাপাত্মাতেও কিছু না কিছু সৎকর্ম্ম থাকে এবং পুণ্যাত্মার কর্ম্মেও কিছু না কিছু পাপ কর্ম্ম থাকে। আল্লাহ্ যদি কাহাকেও তাহার কৃত পুণ্যফল দান না করিয়া একেবারে অনন্ত দোজকে পাঠান তাহা হইলে সেই লোকের পুণ্যফল লাভ হইল না। ইহা দ্বারা আল্লাহ্ ন্যায় বিচার করিলেন না। এইরূপে কাহাকেও যদি তিনি তাহার পাপের ফল দান না করিয়া অনন্ত কালের জন্য ‘বহিস্তে’ পাঠান তাহা হইলে সেই লোকের পাপের প্রতিফল লাভ হইল না।

ইহাও ন্যায়বিচার হইল না। এখন দেখা যাইতেছে আল্লাহ্ মিঞার বিচার ''অবিচার'' মাত্র। যে স্তুতিকে আধার করিয়া উপাসনা উহার সারত্ব কোথায় ?

(চ)(ছ) ''তোমার নিয়ামত (দয়া) যাহার উপর তুমি তাহাদিগকে রাস্তা দেখাও। আর যাহাদের উপর অত্যন্ত ক্রোধ দৃষ্টি তাহাদিগকে তুমি রাস্তা দেখাও না। আর আমার উপর ক্রোধের দৃষ্টি দেখাইও না।''

টিপ্পনী :- জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখিয়াছি গ্রহগণের শুভদৃষ্টি ও কোপ দৃষ্টি আছে। এখানে কুরাণে দেখিতে পাই আল্লাহ্র শুভদৃষ্টি ও কোপ দৃষ্টি রহিয়াছে, আল্লাহ্ কি কোন শনিগ্রহ বিশেষ নাকি? যুক্তিহীন ও কারণহীন শুভ ও অশুভ দৃষ্টি ঈশ্বর তত্ত্বের লক্ষণ নহে - ''স পর্যগাচ্ছুক্রম কায়মব্রণ মস্না বির৺শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবি র্মনীষি পরিভুঃ স্বয়ম্ভুঃ'' (ঈশোপনিষদ ৮)। আমরা ত জানি ঈশ্বর তত্ত্ব ''সূক্ষ্ম, স্থূল শরীর রহিত, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জ্ঞানময়, সর্ব্বদর্শী, মনীষী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্বয়ং প্রকাশ ও সর্ব্বব্যাপী।'' ক্রোধ আসুরিক লক্ষণ। ইহা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ''ক্রোধং পারুষ্যম্ এবচ অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্''। ''ক্রোধ ও পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা) আসুরিক লক্ষণ। ইহারা অজ্ঞান মূলক।'' (গীতার ১৬শ অধ্যায় ৪ শ্লোক)। তেজ ও দৈবীভাব বৃদ্ধির জন্য হিন্দুরা দেবতা পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু ক্রোধ কাহারও কাম্য হইতে পারে না। এইসব স্তুতি কথাগুলিতে ঈশ্বরের স্তুতি অপেক্ষা অপমানের অংশই বেশী রহিয়াছে।

২। ''সেই লোক সকল, যাহারা তোমার নিকট হইতে নামাইয়া দেওয়া পুস্তকের ধর্ম্ম রক্ষা করে, কয়ামতে বিশ্বাস রাখে তাহারাই নিজের মালিকের শিক্ষার উপর আছে - এবং তাহারাই ছুট্কারা পাইবে। নিশ্চয়ই জানিও যাহারা কাফির তাহাদের উপর আল্লার ভয় দেখানো বা না দেখানোর কোন মূল্য নাই, কারণ তাহারা তোমার ধর্ম্ম লইবে না। আল্লা তাহাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর করিয়া দিয়াছেন, উহাদের চোখে পর্দ্দা দিয়াছেন, উহাদের জন্য ভীষণ বিপদ।'' মঞ্জিল ১। সি ১। সূঃ ২। আঃ ৩।৪।৫।৬॥

টিপ্পনী :- ছুটকারা পাওয়ার অর্থ কি? ইহার অর্থ কি ইহাই যে যত প্রকারে কুকাণ্ড কর না কেন কয়ামৎ ও কুরাণে বিশ্বাস করিলে কোন অপরাধ হইবে না? যে সব দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই সেই সব দেশে কি অপরাধীদের দণ্ড হয় না? যদি দণ্ড হয় তবে আল্লাহ্র উপর হস্তক্ষেপ হইল না কি? আমরা বলিতে পারি কুরাণবাদে ঈশ্বরতত্ত্বের লক্ষণ মোটেই নাই, আবার ইহাতে এইরূপ দার্শনিকতা স্থান পাইয়াছে যে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যে কোন শিক্ষিতগণের পক্ষে অসম্ভব। কুরাণে কাফেরগণকে ভয় দেখাইবার ধমকানি আছে। যাহারা বেদ বেদান্ত পাঠ করিয়াছেন তাহাদের নিকট আল্লাহ্ মিঞার ভয় হাস্যাস্পদ বস্তু মাত্র, কারণ যুক্তিবাদীরা ইহা ভালভাবেই প্রমাণ করিতে পারেন যে এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ও এইরূপ যুক্তি অসম্ভব। ছোট বালকগণকে ছালা বুড়ির ভয় অনেকে দেখাইয়া থাকে কিন্তু বালক বড় হইলে জানিতে পারে উহা ফাঁকা কথা মাত্র। আল্লাহ্ কাফেরদের কানে ও হৃদয়ে মোহর করিয়া দিয়াছেন? বেদ বেদান্ত ছাড়িয়া কে যাইবে এসব কথা বিশ্বাস করিতে? আল্লাহ্ যদি কাফেরদের মুখে মোহর করিতে পারিতেন তবে বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন - তাহা হইলে কাফেররা সব বোবা হইয়া যাইত এবং আল্লাহ্ মিঞাকে তর্ক বিতর্কের সম্মুখীন হইতে হইত না।

৩। ‘‘আনন্দের খবর উহাদিগকে দাও যাহারা কুরাণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভাল করিয়াছে। তাহাদের জন্য বহিস্ত রহিয়াছে। সেখানে ঝরণা রহিয়াছে, মেওয়া ফল খাইতে পারিবে এবং সুন্দরী বিবিরা যেখানে তাহাদের জন্য সব সময় অবস্থান করিতেছে এইরূপ যখন প্রত্যক্ষ হইবে তখন বুঝিতে পারিবে কিরূপ বস্তু স্বর্গটি।’’ সূঃ ২। আঃ ২৪॥

টিপ্পনী :- আরব দেশে ঝর্ণা ও মেওয়া দুর্লভ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এমন বেহস্তের অভাব নাই। ৫0000 বৎসর পর্য্যন্ত এই সব সুভোগ্যা বিবিরা পুরুষহীনা হইয়া অবস্থান করিবে ইহা এই বিবিদের নিশ্চয়ই সুখের কারণ হইল না। কাজেই স্বর্গ এই বিবিদের জন্য ৫0000 বৎসরের কারাগার। তাহার পর আরও কথা আছে। পুরুষরা ত বহিস্তে বিবি পাইবে, কিন্তু নারীরা স্বর্গে যাইয়া যদি দেখিতে পায় মিঞারা সুন্দরীদের সঙ্গে মজিয়াছে তখন এই বেচারীদের মনে নিশ্চয় জ্বালা ধরিবে, আবার যদি বলা যায় ইহারা সুন্দর সুন্দর ছোক্‌রা পাইবে, কিন্তু ইহাও বেশ যুক্তি সঙ্গত হইবে না, কারণ মিঞারা যদি দেখিতে পায় বিবিরা অন্য ছোকরার রসে মজিয়াছে তবে মিঞারাও তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। মৃত বালক-বালিকারা বহিস্তে যাইয়া যদি জোয়ান ছোক্‌রা ও বিবি হয় তাহা হইলে মর্ত্তের বালক বালিকা এবং বহিস্তের বিবি ও ছোক্‌রা দুই পক্ষেরই দুঃখের কারণ হইবে। এইরূপ নমুনার স্বর্গ সুখ হইতে দুঃখেরই বেশী কারণ। বহিস্তটা অত্যন্ত নিন্দনীয় আদর্শে গঠিত। যেইরূপ ঘটনা এই পৃথিবীতে নিন্দনীয়, ‘বহিস্তে’ উহাই আদর্শ কি? যদি বল সেখানে সবাইকেই জোয়ান করা হইবে তাহা হইলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে জোয়ান করিয়া কাম লীলা করান কোন সুন্দর কথা নহে।

৪। ‘‘এইভাবে খোদা মৃত শরীরকে জীবিত করেন, আর এই ভাবেই তোমাকে তাঁহার অস্তিত্ব দেখান, তুমি যাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব বুঝিতে পার।’’ মঃ ১। সি ১। সূঃ ২। আঃ ৭৩॥

টিপ্পনী :- পঞ্চাশ হাজার বৎসর কবরে থাকার পর মানুষকে জীবিত করা হইবে। এবং তখন মানুষ জানিতে পারিবে যে কুরাণ আল্লাহ্‌ এ সবই সত্য। ‘‘ডান হাতে কুরাণ দেওয়া হইবে, বাম হাতে কুরাণ দেওয়া হইবে, পড়িতে বলা হইবে।’’ আমরা ইসলামিয়াগণকে নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষগণের শাস্ত্র বেদ, গীতা, উপনিষদ ও বেদান্তাদি পড়িতে বলিতেছি। যমরাজাকে দেখিবার পর নরক (দোজক) হইতে পারে। কিন্তু ব্যাপক ঈশ্বরতত্ত্ব দর্শনের পর নরক অসম্ভব। কাজেই বুঝা যায় কয়ামতের পর যে আল্লাহ্‌ দর্শনের কল্পনা করা হইয়াছে তিনি যমরাজ তুল্য।

৬। ‘‘আর উহারা পূর্ব্বে কাফেরদের উপর বিজয় চাহিয়াছিল। যাহা কিছু পরিচয় পাইয়াছিল যখন কাছে আসিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ উহারা কাফের হইয়া গেল। কাফেরগণকে আল্লাহ্‌ ঘৃণা করেন।’’ মঃ ১। সি ১। সূঃ ২। আঃ ৮।

টিপ্পনী :- আল্লাহ্‌ মিঞা বিজয় চাহিয়াছিলেন তবে হারিয়া গেলেন কেন? যদি হুকুম করিলে সব সৃষ্টি হয়, তিনি চেষ্টা করিয়া কাফেরদের উপর বিজয় কেন পাইলেন না? আল্লাহ্‌ যদি কাফেরগণকে ঘৃণা করেন তবে কাফেররাও আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করিবে। কারণ ইহা মনোবিজ্ঞানের নিয়ম। ঘৃণা করা মোটেই ঈশ্বরত্বের লক্ষণ নহে। ইহা অত্যন্ত ছোট

অন্তঃকরণের পরিচায়ক। বহু আয়াতে যাহারা কুরাণের ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই তাহাদিগকে কাফের বলা হইয়াছে এবং বহু আয়াতে কাফেরগণের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার গুণ্ডামি করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যুক্তিহীন অদার্শনিক মতবাদকে গ্রহণ না করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এবং গুণ্ডামির উস্কানি অধর্ম্মেরই লক্ষণ। ইহা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমানগণকে বুঝাইতে হয় না। কাফেররা ভাববাদ গ্রহণ করিবার দরুণই ইমানদাররা মজা পাইয়াছে। কাফেররা শক্তিবাদ লইলে ইমানদারী দু'দশ বৎসরের মধ্যেই লোপ পাইবে।

৬। "খবর ইমান্‌দারদের জন্য। একদিকে ফরিস্তে, পয়গম্বর, জিবরইল, মিকাইলগণসহ কাফিরদের শত্রু, তেমনি আল্লাহ্‌ও কাফিরদের শত্রু।" সূঃ ২। আঃ ৯৬। ৯৮॥

টিপ্পনী : - মুসলমানেরা বলে "আল্লাহ্‌ লা শরিক"। এখানে কিন্তু দেখা যাইতেছে শত্রুতা করিবার কালে আল্লাহ্‌র অনেক শরিক। আল্লাহ্‌ শত্রুতা করেন ইহা অত্যন্ত অশোভন কথা। আমরা এদেশের মুসলমানগণকে উপনিষদ ও গীতা পাঠ করিয়া নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষদের জ্ঞান, দার্শনিকতা ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়া আরব্য দার্শনিকতার সহিত উহার তুলনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি স মে প্রিয়"। "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং"। "বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরম্‌ চরমেব চ"। "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"। গীতার সবই ঈশ্বর তত্ত্বের লক্ষণ, কিন্তু কুরাণে দেখিতে পাই - আল্লাহ্‌ ক্রোধী, পক্ষপাতী, ছোট অন্তঃকরণ, ঘৃণ্য, ঠক, দুষ্টলোকের উৎসাহদাতা, ভীত প্রকৃতি ইত্যাদি।

৭। "এমন যেন না হয় কি কাফিররা ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া তোমার ধর্ম্ম বদলাইয়া না দেয়। কারণ ইহাদের মধ্যে ইমানদারদের অনেক বন্ধুও রহিয়াছে।" সূঃ ২। আঃ ১০৯॥

টিপ্পনী :- আল্লাহ্‌ দেখিতেছি দল যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেইজন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি যদি তিনি যুক্তিবাদের ভিত্তি গ্রহণ করিতেন তবে তাঁহাকে এত ভীত হইতে হইত না। এতটা দুর্ব্বলতা আল্লাহ্‌ মিঞা না দেখাইলে ভাল করিতেন। একা অজাজিল কাফের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্‌কে হয়রাণ করিয়া দিয়াছেন। যদি কোটি কোটি কাফের চেষ্টা করে তবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি আর কতদিন?

৮। "আমি আকাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশ্যই তোমার মুখকে দেখিতে থাকিব, কিন্তু তুমি কিবলার দিকে মুখ ফিরাইয়াছ কিনা যাহা আমি পছন্দ করি। মস্‌জিদে বা অন্যত্র যে কোন স্থানে তুমি ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া লইও।" মঃ ১। সি ১। সূঃ ২। আঃ ১৪৪॥

টিপ্পনী :- আল্লাহ্‌ আকাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া মানুষের মুখ দেখিয়া বেড়াইবেন বলা হইয়াছে। কাজেই দেখা যায় আল্লাহ্‌ কোন ব্যাপকতত্ত্ব নহে। কিব্‌লার দিক করার সহিত কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যুক্তি নাই। কিব্‌লাতে ইব্রাহিম পূজিত এক শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি বিদ্যমান। উহা লম্বা, কালো পাথরে প্রস্তুত। চিরজীবন বুতপরস্তির বিরোধিতা করিয়া কাবা শরিফে যাইবার পর ইস্‌লামিয়ারা যখন দেখিতে পাইবে যে ঐখানেও শিবলিঙ্গের দর্শন ও পরিক্রমা করিতে হইতেছে তখন মনে নিশ্চয়ই চিন্তা হইবে - 'এ কি কথা'!

যদি এইরূপ শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রত্যেক মস্‌জিদেই থাকিত তবে কি ক্ষতি ছিল? বেনারসে* ইসলামিয়ারা একটি শিবমন্দিরকে বল পূর্ব্বক মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছিল। উহাতে শিবলিঙ্গটি এখন বিদ্যমান আছে। ইহার আকার ও প্রকার ঠিক কাবা শরিফের শিবলিঙ্গের মতন, কিবলার দিকে মুখ করিবার প্রকৃত কারণ মদিনা হইতে মক্কায় ফিরিয়া আসিবার সময় মক্কাবাসীদের সহিত মহম্মদের কাবা মানিয়া লইবার আপোষ। ইহাও একেবারেই পৌত্তলিকতা।

আমরা প্রাচীন সাধক সম্প্রদায় ও ভৈরবী চক্র সম্বন্ধে কিছু বলিব। ঈশাবাদ ও ইসলামের পূর্ব্বে সব দেশেই বৈদিক ধর্ম্মানুকূল তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। সেই ধর্ম্ম হিন্দুস্থান হইতে বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই কারণে আমরা প্রাচীন ধর্ম্ম মাত্রকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিতে পারি। সেই প্রাচীন ধর্ম্মে একই ব্রহ্ম ও শক্তির উপাসনা হইলেও দেশ ভেদানুসারে উহাতে আচার ভেদ ছিল।

কাবা শরিফ একটি প্রাচীন মন্দির। ইস্‌লামের জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতে উহা হিন্দুদের একটি তীর্থ স্থান ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে মক্কেশ্বর শিবের নাম আছে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে আরব দেশ জম্বুদ্বীপের অন্তর্বর্তী পারসিক বর্ষের অন্তর্গত জানিতে হইবে। তন্ত্রানুসারে এই স্থান অশ্বক্রান্তার অন্তর্ভুক্ত। কুরাণের মতে এই মন্দির মূর্ত্তি পূজকদের পূজার স্থান ছিল। প্রাচীন ভক্তদের কাছ হইতে পূজার অধিকার মুসলমানগণ কাড়িয়া লয়। (সূরা বরায়ত। আয়াত ১৭)। মস্‌জিদের অশ্বত্থ-পত্রাকার গম্বুজ এবং অশ্বত্থ-পত্রাকার দরজায় শ্রী ও মস্‌জিদের পশ্চিম দেওয়ালের শিবমন্দিরবৎ আকার আমাদিগকে হিন্দুসংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়া থাকে।

প্রাচীন ভৈরবী-চক্রানুষ্ঠানের অনেক বিধান আমরা ইস্‌লামে দেখিতে পাই। উহার ছয়টি উদাহরণ দিতেছি। যথা :- ১। 'হ্লা' বীজ মন্ত্রের উপাসনা (অপভ্রংশ অল্লহ্)। 'হ্লা' বীজ ষোড়শীর বীজ মন্ত্র। চন্দ্রের ষোলকলার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। এইজন্য নাম ষোড়শী। ইস্‌লামে চন্দ্রকলার সংস্কার ইহা হইতেই আসিয়াছে। ২। 'কিবলা' (কেবলেশ্বর) কে মধ্যখানে রাখিয়া চারিদিকে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া যাওয়া। ৩। কেবলেশ্বরের পরিক্রমা করা। ৪। চক্রানুষ্ঠান বিধিতে হাত রাখা। ৫। সমবেত উপাসনা। ৬। পৌরোহিত্যবাদের জলাঞ্জলি।

ভৈরবী চক্রানুষ্ঠানের অঙ্গ-স্বরূপ এইসব স্থূল বিধান রাজনৈতিক লক্ষ্যের অনুকূল বলিয়া মহম্মদ ইহাদের রক্ষা করেন। ইহা ভিন্ন সব অধ্যাত্ম অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন। তিনি রাজনৈতিক লক্ষ্যের জন্য এমন এক সমাজ বিধান ও শাস্ত্র প্রস্তুত করেন যাহাতে কোন যুগে দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদ স্থান পাইবে না। প্রত্যেক সূরাতে দেখিতে পাইবে কেবল ঝগড়ার জন্য উস্কানি এবং দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদের দরিদ্রতা। ইহা দ্বারা সমাজের অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্য সদাকালই প্রতিবেশী সমাজ ইহাদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবে। যাহার ফলে ইহাদের চিন্তাজগৎ নিস্তেজ হইতে থাকিবে।

''সর্ব্বোচ্চ আকাশে আল্লাহ্‌র স্থান হইবার দরুণ'' (সূরা তায়ার আয়াত ৭) ভক্তদের অনেক অসুবিধা হইবে। দিনের আকাশ রাত্রিতে আমাদের পদতলে চলিয়া যায়। আবার

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলে আছে ''অযোধ্যায়...''

রাত্রিতে যে আকাশ আমাদের মাথার উপর থাকে দিনের বেলায় উহা পায়ের নীচে চলিয়া যায়। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায় আল্লাহ্ কোন্ আকাশে থাকেন এবং কোন্ আকাশ হইতে মহম্মদ সাহেবের নিকট ফরিস্তাগণ খবর লইয়া আসিয়া মহম্মদ সাহেবকে দিতেন (সূরা ফাতির। আয়াত ১) তাহা হইলে কি জবাব পাওয়া যাইবে? যদি ব্যাপক ঈশ্বরের পূজা মূর্ত্তির উপর করা যায় তবে উহা অধিক দার্শনিকতার লক্ষণ হইবে না কি? আমরা বলিতে পারি অঙ্গীল বা ফরিস্তে মারফত এ রকম আল্লাহ্ মিঞার সহিত কথা বার্ত্তা চালানেওয়ালা যে কোন নামী মহাত্মা হইতে একজন মূর্ত্তিপূজক হিন্দু অধিক সত্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চস্তরের মনুষ্য। আমরা অনেক পণ্ডিত নামধারী মূর্খকে সাতখানা আসমান যে জ্ঞানের সপ্তভূমি এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছি। কাজেই মুসলমান শাস্ত্রমতে এই সাত আসমানের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে - (১) জলীয় আসমান, (২) তামার আসমান, (৩) লোহার আসমান, (৪) রূপার আসমান, (৫) সোনার আসমান, (৬) সর্ব্বারিদ আসমান, (৭) ইয়র্কুত লাল আসমান; আশাকরি পণ্ডিতগণের ভ্রান্তি এবার কাটিবে।

৯। ‘‘খোদা যাকে চাহে অনন্ত দুঃখ দিবেন।’’ মঃ ১। সি ২। সূঃ ২। আঃ ২১২॥

টিপ্পনী : - আল্লাহ্ বিনা দোষে কাহাকেও দুঃখ দিবেন কেন? এই কথা স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ। ঈশ্বর তত্ত্বের লক্ষণে এমন কথাই নাই। ‘‘নদত্তে কস্যচিৎ পাপ ন চৈব স্সুকৃতিং বিভু’’। ব্যাপক ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য ফল দেন না। (গীতা)। পাপ পুণ্যের সঙ্গে যমরাজার কল্পনা আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই।

১০। ‘‘এমন কোন মবুষ্য আছে যে আল্লাহ্কে উধার দিবে। যে দিবে আল্লাহ্ তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া দিবেন।’’ মঃ ১। সি ২। সূঃ ২। আঃ ২৪৫॥

টিপ্পনী : - আল্লাহর ধার করিবার প্রয়োজন কি? আমরা জানি অভাবগ্রস্তগণই ধার করিয়া থাকেন। আল্লাহর অভাব কি?

১১। ‘‘উহাকে তিনি বলেন তুমি হও, অমনি হইয়া যায়। কাফেররা ধোঁকা দিয়াছে। আল্লাহ্ও (উহাদিগকে) ধোঁকা দিয়াছেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ঠগ হইয়াছেন।’’ মঃ ১। সি ২। সূঃ ৩। আঃ ৪০। ৫৪॥

টিপ্পনী :- আল্লাহ তত্ত্ব কি ঠগামি লক্ষণ-যুক্ত তত্ত্ব? যদি বললেই হইয়া যায় তবে ৬ দিনে পৃথিবী ও স্বর্গ প্রস্তুত করিবার কথা কুরাণে আছে কেন?

১২। ‘‘একি তোমার জন্য যথেষ্ট নহে কি আল্লাহ্ তোমাকে ৩০০০ ফরিস্তা সহ সহায়তা করিবেন।’’ মঃ ১। সি ৪। সূঃ ৩। আঃ ১২৩॥

টিপ্পনী :- যদি আল্লাহ্ মুসলমানগণকে এত সাহায্য করেন তবে মুসলমানের মধ্য হইতে এত ভিখারী রাস্তা ঘাটে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় কেন? তোমরা নিশ্চয়ই এই সব ভিখারিগণকে মোল্লার নিকট ও মস্জিদে পাঠাইয়া দিবে।

১৩। ‘‘কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। আল্লাহ্ তোমার উত্তম সহায়ক ও কারসাজ আছেন। তুমি আল্লাহর পথে মারা যাও ইহা আল্লাহর বহুৎ দয়া।’’ মঃ ১। সি ২। সূঃ ৩। আঃ ১৪৬। ১৪৯। ১৫৬॥

টিপ্পনী :- হিন্দুস্থানে আল্লাহ্‌র রাজত্ব আল্লাহর কারসাজ সত্ত্বেও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ্‌র কারসাজ থাকা সত্ত্বেও স্পেন দেশ হইতে মুসলমানগণকে চাবুক মারিয়া বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। কাজেই আল্লাহ্‌র শক্তি যে খুব বেশী নয় - তাহা বুঝা যায়।

১৪। ''যে আল্লাহ্‌র কথা, তাহার পক্ষস্থিত রসুলের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তাহাদিগকে 'বহিস্তের' সীমা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার জন্য সব সময় অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাস হইবে। উহাকে পুড়ান হইবে আর উহার জন্য বিশেষ ক্ষতি কারক রহিয়াছে।'' সূঃ ৩। আঃ ৯।১০।১২॥

টিপ্পনী :- সব আদেশ মানা কি সম্ভবপর? যত সব আদেশ কুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় উহার প্রায় আদর্শই রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। মনে করুন মুসলমানের সঙ্গে মুসলমান বিবাদ করিলে তাহার 'দোজক' হইবে। মুসলমানের সহিত কি মুসলমানের ঝগড়া মামলা মোকদ্দমা হয় না? কাজেই 'দোজক' ভিন্ন এইমতে কাহারও ভাগ্যে অন্য কিছু হইবার আশা নাই।

১৫। ''নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ খারাপ লোকদিগকে ও কাফেরগণকে দোজকে জমা করিবেন। নিশ্চয়ই খারাপ লোকেরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতেছে এবং আল্লাহ্‌ উহাদিগকে ধোঁকা দিয়া থাকেন। হে ইমানওয়ালা মুসলমান, কাফেরগণকে মিত্র করিও না।'' মঃ ১। সি ৫। সূঃ ৪। আঃ ১৪০। ১৪২। ১৪৪॥

টিপ্পনী :- আল্লাহ্‌ কাফেরগণকে ধোঁকা দিবার কথা শিখাইতেছেন। কাফেররা যদি মুসসলমানগণকে বিশ্বাস করে তবে উহার ফলে কাফেররা ভাল রকমেই ধোঁকা খাইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কাজ হইল। ইহার ফলে সমাজের মধ্যে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত হীন হইয়া যাইবে। যাহারা মুসলমানদের মিত্রতার আশা করেন উক্ত সূরায় তাহাদের ভ্রান্তি কাটিবে।

১৬। ''পৃথিবীতে ঝগড়া করিয়া বেড়াইও না।'' সূঃ ৭। আঃ ৫৬॥

টিপ্পনী :- একবার বলেন ঝগড়া কর, আবার বলেন ঝগড়া করিও না। ইহার অর্থ কি ইহাই যে কাফেররা যখন ভীষণ প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত থাকিবে তখন চুপ করিয়া থাকিবে? আবার যখন দেখা যাইবে উহারা সব ভুলিয়া গিয়াছে তখন ঝগড়া আরম্ভ করিবে? কিন্তু যদি কাফেররা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে তবে ইহা কতদিন বাঁচিতে পারিবে?

১৭। ''তুমি লুটের পর লুট করিতে বল, আল্লাহ্‌র জন্য ও রসুলের জন্য, ভয় করিবে শুধু আল্লাহ্‌কে।'' মঃ ২। সি ৯। সূঃ ৮। আঃ ১॥

টিপ্পনী :- আল্লাহ্‌র জন্য লুট করিতে বলা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র লুটের মালের প্রয়োজন কি? আল্লাহ্‌ গুণ্ডা দলগুলির সর্দ্দার নাকি?

১৮। ''আর লড়াই কর কাফেরদের সঙ্গে, যাহাতে ওদের আর বল না থাকে, আর সব রাজত্ব আল্লাহ্‌র জন্য, আরও জান কি তুমি যতটা লুটিবে উহা লুটিবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এবং উহার ১/৫ ভাগ রসুলের হইবে।'' মঃ ২। সি ৯। সূঃ ৮। আঃ ৩৯। ৪০। ৪১॥

টিপ্পনী : - নমাজের সময় রসুলের একটা ভাগ আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় - ''মহম্মদ রসুলুল্লাঃ''। এই ভাগ আল্লাহ্‌র সমানই বলিতে হইবে। এখানে রসুলের ভাগ ১/৫ ভাগ। ইহা অত্যন্ত কম নয় কি? এখানে কাফেরদের ধন লুঠের কথা বলা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে এইরূপ লুণ্ঠনকারীর নিম্নলিখিত শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

অগ্নিদো গরলশ্চৈব শস্ত্রপাণি ধনাপহঃ।
ভূমি দারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারন্।

অগ্নিদাতা. বিষদাতা, শস্ত্রসহ আক্রমণকারী, ধনলুণ্ঠক, ভূমি এবং স্ত্রীকে যাহারা কাড়িয়া লয়, ইহাদিগকে আততায়ী (গুণ্ডা) জানিবে। এবং আততায়ীকে আসিতে দেখিলেই তাহাকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিবে (মনুঃ)।

১৯। ''আর যখন দেখিবে ফরিস্তাগণ কাফেরদের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, উহাদের মুখে পিঠে মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সময় আওয়াজ দিবে আমি যাইতেছি।'' মঃ ২। সি ৯। সূঃ ৮। আঃ ৫০॥

টিপ্পনী :- কাফেরগণকে ফরিস্তাগণ কিভাবে মারিবে উহা আমাদের ধারণায় আসে না। ফরিস্তাগণ মানুষ বিশেষ কি? যাহা হউক ইসলামিয়াগণকে সাবধান করিয়া দিতেছি সব স্থানে গায়ে পড়িয়া মারপিট করিতে যাইও না। ভীষণ প্রতিশোধের সম্মুখীন হইবে।

২০। ''উহার (স্ত্রীর) দান করা মাল লইবে। উহাকে উহার ভিতর বাহির পবিত্র করিবে এবং উহার গুপ্ত স্থানকে শুদ্ধ করিবে।'' সূঃ ৯। আঃ ১০৩॥

টিপ্পনী :- কাফেররা এইরূপ প্রকৃতির লোককে নিশ্চয়ই দান করিবে না বা কোন প্রকারে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না। কারণ দান করিবার সঙ্গে ইজ্জত লইবার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। অনেক স্থানে হিন্দুরা কবরবাদী মুসলমান ফকিরগণকে ঝাড়ফুক চিকিৎসার জন্য গৃহে প্রবেশ করিতে দেয়। এইরূপ করা অন্যায় কারণ ইহারাও ঐরূপ প্রকৃতির লোক।

২১। ''শিক্ষা ও দয়া ওয়াস্তে মুসলমানদের।'' সূঃ ১০। আঃ ৫৭॥

টিপ্পনী :- আমরা বড় বড় মুসলমানদের দানের ও শিক্ষার খরচাতে মুসলমানদের উপর পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই। দেওয়ার বেলায় পক্ষপাতিত্ব কিন্তু নেওয়ার বেলায় উদারতা? হিন্দু দানবীররা তো কোথাও এইরূপ পক্ষপাতিত্ব করেন নাই।

২২। ''সদাকাল উহার মধ্যে অবস্থান করিবে, যতকাল পৃথিবী ও আসমান থাকিবে। আর ঐ লোকেরাই সৌভাগ্যবান সর্ব্বদা বহিস্তে থাকিবে, যতদিন পৃথিবী ও আস্‌মান থাকিবে।'' মঃ ৩। সি ১২। সূঃ ১১। আঃ ১০৮। ১০৯॥

টিপ্পনী :- কয়ামতের পর পৃথিবীর থাকার কোন প্রয়োজন থাকে না। যাঁহারা দার্শনিক তাঁহারা ভাল ভাবেই জানেন যে প্রলয়ের পর পৃথিবী থাকে না। কুরাণে অনন্ত বহিস্ত ও অনন্ত দোজকের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ বিচার অবিচার ছাড়া আর কি? এইরূপ শাস্তিদান করিয়াও আল্লাহ্‌ ন্যায়বান্‌ ও দয়াবান্‌ থাকেন কি করিয়া? হিন্দুপুরাণ কল্পিত যমরাজও এতটা নির্দ্দয় নহেন। শত অপরাধীর চরিত্রেও একটু না একটু সৎকর্ম্ম থাকে।

মহান্ ধার্ম্মিকেরও কিছু না কিছু অপরাধ থাকে। কাজেই অনন্ত দোজক ও অনন্ত বহিস্ত অত্যন্ত অযৌক্তিক কল্পনা।

২৩। "আর আমি ঐ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু সে তাহার গুহ্য অঙ্গ সকল রক্ষা করিয়াছিল, ব্যস্ আমি উহার মধ্যে নিজের রুহ্কে ফুকা দিয়া দিলাম।" মঃ ৪। সি ১৭। সূঃ ২১। আঃ ৯১॥

টিপ্পনী : - স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করিয়া গর্ভ করিয়া দেওয়া নিশ্চয়ই কোন ধর্ম্মের কথা নহে।

রুহ্ আল্লাহ্রই আত্মা। এই রুহ্কে যদি অনন্ত দোজকে পাঠান তবে নিজের আত্মাকেই দোজকে পাঠান হয়। নিজের আত্মাকে অনন্ত কালের জন্য দোজকে পাঠাইয়া শয়তানকে জব্দ করা মানে নিজের নাক কাটিয়া অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা নয় কি? তিনি যদি এই সব পাপ পুণ্য স্বর্গ নরকের কার্য্য হইতে হিন্দুদের ঈশ্বরের মত নির্লিপ্ত থাকিতেন তবেই তিনি যুক্তিযুক্ত কাজ করিতেন।

২৪। "হে নবী, কাফেরদের সহিত ঝগড়া কর। এবং গুপ্তশত্রু হইতেও বেশী বল প্রয়োগ কর কাফেরদের উপর।" মঃ ৭। সি ১৮। সূঃ ৬৬। আঃ ৯॥

টিপ্পনী :- ধর্ম্মের নামে এইরূপ ঝগড়ার উস্কানি দেওয়া যায় কি? কাফেররাও ঐরূপ প্রতিশোধ লইলে দোষের কি? কুরাণের উপদেশের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে যতক্ষণ উহাদের দলে আসিবে না ততক্ষণ উহাদিগকে ছলে বলে কৌশলে নির্ম্মূল করিবে। মুসলমানদের সঙ্গে মিত্রতা যাহারা করে তাহাদের উক্ত বাক্য পড়িলে জ্ঞান হইবে।

২৫। "কি আর, সেই দিকে ফরিস্তেও চলিতে থাকিবে যেদিন কয়ামতের আওয়াজ উঠিবে। উহার পরিমাণ ৫০,০০০ বৎসর।" মঃ ৭। সি ২৯। সূঃ ৭০। আঃ ৪॥

টিপ্পনী :- মৃত্যুর পর ৫০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত কবরে পচিবার পর রুহ্রা উঠিবে এবং তাহাদিগকে বিচারের জন্য জমা করা হইবে এবং কুরাণ আয়ত্ত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইবে। ৫০,০০০ বৎসর বাদ এইসব আয়াত মনে থাকিবে ত? বাল্যকালের অধীত বিদ্যা বৃদ্ধ কালে বিস্মরণ হয় আর এইখানে সময় ৫০,০০০ বৎসর।

২৬। "নিশ্চয়ই উহারা ঠগামি করে একঠগ, আমিও ঠগামি করি আমিও ঠগ।" মঃ ৭। সি ৩৩। সূঃ ৮৬। আঃ ১৫। ১৬॥

টিপ্পনী :- যাহারা ঠগামি করে তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ্র ভেদ কি? আল্লাহ্ ও ঠগ কি একই বস্তু? কোরাণবাদে কি ঠগামি করিলেই ঈশ্বরত্ব লাভ হয়?

কুরাণ আজ পৃথিবীর একটি সমস্যা রূপে দেখা দিয়াছে। কুরাণে স্বর্গ আল্লাহ্র রাজত্ব এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্র রাজত্বের যে সব অদ্ভুত আদর্শ দেখাইয়াছে উহা ভাবিতেই মানুষের মনুষ্যত্ব শীতল হইয়া যাইবে।

কয়ামত কালে আল্লাহ্ উদ্ধার করিয়া কাফেরদের অনন্ত কালের জন্য দুজকে পাঠাইবেন। দুজক মানে অগ্নিকুণ্ড। তাহাকে কেবল অগ্নি কুণ্ডেই ফেলা হইবে না। তাহাকে বাঁধাও হইবে। এই বাঁধারও বিবরণ আছে। একখানা হাতকে পিঠের দিক দিয়া নেওয়া হইবে পরে সেই হাতখানা গুহ্যদ্বারের দিক দিয়া টানিয়া আনিয়া বুকের সঙ্গে

সংলগ্ন করা হইবে এবং বাম হাতখানা ঘাড়ের উপর দিয়া ঘুরাইয়া বুকের দিকে আনা হইবে এবং শিকলে বাঁধা হইবে। যদি তাহার পিপাসা পায় তবে তাহাকে থুথু, কাশি, পুঁয বা তামা গলানো তরল পদার্থ পানার্থে দেওয়া হইবে। যখন তাহাকে আগুনে ফেলা হইবে তখন তাহাকে গালা জাতীয় সহজ দাহ্য পদার্থে প্রস্তুত জামা পরাইয়া দেওয়া হইবে। এই জামা একবার পুড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা নূতন নূতন জামা হইতে থাকিবে। এখানে আরও সব বর্ব্বরতার কথা আছে। মানব সমাজে যাহারা সাংঘাতিক রকমের অপরাধ করে তাহাদের জন্য ফাঁসীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা কখনও শুনি নাই যে ফাঁসীর আসামীকে পিপাসা কালে জলের বদলে থুথু, কাশি, পুঁয বা তামা গলানো পান করিতে দেওয়া হয়। এবং ঐরূপ বর্ব্বরের মত বাঁধা হয়। এত বড় বর্ব্বরতা যাহারা ঈশ্বরের নামে কল্পনা করিতে পারে তাহারা কিরূপ নরপশু? তাহা মানুষকে বুঝাইতে হয় না।

কুরাণে আল্লাহ্‌র রাজত্ব করিবার উস্কানী আছে। এই রাজত্বে অমুসলমানদের জন্য কুৎসিত ব্যবহারের আদেশের অভাব নাই। শত শত আয়াতে বলা হইয়াছে কয়ামতের জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। এখনই কাফেরদের জন্য দুজকের সাজা দেওয়া যাক। নারীর অপমান, লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং শত প্রকারের কুৎসিত অপরাধের উস্কানীতে কুরাণ খানা অলঙ্কৃত। যাহারা কুরাণবাদের সামনে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিবে, কোনও প্রকারে একবার তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলে তাহাদের সাম্মানিক নারীদের শ্লীলতা নষ্ট করিবার পর্য্যন্তও উস্কানী আছে। বর্ব্বর ধর্ম্মকে কিরূপ নিম্নতম স্তরে আনিতে পারে কুরাণ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি ইহা সভ্যতার পরিপন্থী বিপ্লব গ্রন্থ মাত্র। কম্যুনিষ্টদের প্রগতিবাদ ও আল্লাহ্‌ মিঞার রাজত্ব গড়িবার মধ্যে আশ্চর্য্য মিল আছে। কম্যুনিষ্টরা সাম্যবাদের নামে বিদ্বেষ বাদ, প্রগতির নামে সম্পন্ন লোকের ধন প্রাণ নষ্ট করিবার কুচিন্তা ও কুকর্ম্ম লইয়া দিন কাটায়। আমরা হিন্দুগণকে ঐ সব পচাবস্তু ত্যাগ করিতে বলিতেছি। তোমরা যদি সাম্যবাদ চাও তবে আমাদের শক্তিবাদ পাঠ কর। শক্তিবাদই ঠিক সাম্যবাদ। কম্যুনিজম বা সোশিয়ালিজম বিদ্বেষ বাদ মাত্র। কুরাণবাদে ও কমিউন বাদে (কম্যুনিজম) দল মোহকে খুব দৃঢ় ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে। দলমোহ, বিদ্বেষ ও বর্ব্বরতার সম্বন্ধে দুইটি মতবাদই এক বস্তু। দল বৃদ্ধির জন্য নারী ফুসলাইবার কুকার্য্যেও দুইটি দলের বেশ মিল আছে। দুইটি মতবাদ শীঘ্রই ভারতে এক রেখায় আসিবে এবং ভারতের শান্তি বহু দিনের জন্য ব্যাহত থাকিবে। কুরাণবাদীরাও ঈশ্বরের নামে বর্ব্বরতা ও সভ্যতার শত্রুতা করিয়া এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অত্যাচার পীড়িত সমাজ ইহাকে এইবার ভাঙ্গিবেই। ইহারা কিভাবে মানুষকে বর্ব্বর দলে টানিয়া লয় উহা জানিতে পারিলে উহার ঔষধও সহজ হয়। নীচে কিছু নমুনা দেওয়া গেল।

ইসলামী বর্ব্বরতার প্রয়োগবিধি

১। ইহারা প্রতিবেশী সভ্য সমাজকে ভাঙ্গিবার জন্য সর্ব্বদা গোপনে শক্তি অর্জ্জন করিতে থাকে এবং মিষ্টি কথায় প্রতিবেশীকে ভুলাইয়া রাখে। হঠাৎ ইহারা প্রতিবেশীকে

ভীষণ আক্রমণ করে এবং বর্ব্বরতা করিয়া ধন, জন, গৃহ, নারীর মর্য্যাদা সব নষ্ট করে। এবং যতটা পারে নিজের দলে দীক্ষিত করে।

২। যখন উহারা দেখে প্রতিবেশীরা ভীষণ প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তখন উহারা হঠাৎ ভাল মানুষ হইয়া যায় এবং ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উপাসনা উদারতার ভাব কথাতে থাকে। তখন উহারা বলে - ভাই, ধর্ম্ম সব সমান, তোমরা তোমাদের ধর্ম্ম কর, আমরা আমাদের ধর্ম্ম করি। আমরা মিলিয়া মিশিয়া থাকি ইত্যাদি। যখন ইহারা দেখে প্রতিবেশী সব ভুলিয়া গিয়াছে তখন ইহারা আবার হঠাৎ গুণ্ডামি আরম্ভ করে এবং প্রতিবেশীকে নষ্ট করে। ইহাদের ঔষধ আছে। ইহার ঔষধ সহজ।

ইসলামী বর্ব্বরতার প্রতিকারবিধি

১। যেখানে কুরাণ বাদ আছে সেখানে নিশ্চয়ই বর্ব্বরতা হইবেই। কারণ উহাই ইহাদের ধর্ম্ম। কাজেই সকলে গুণ্ডামির প্রতিশোধ লইবার জন্য শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ থাকিবে।

২। গুণ্ডামি করিলেই ঠিক দশগুণ প্রতিশোধ দিবে।

৩। সর্ব্বদা কুরাণবাদের আলোচনা রাখিবে এবং সমাজের মধ্যে ইহার বর্ব্বরতার ও যুক্তিহীনতার কঠোরতম সমালোচনা করিবে। এবং মানুষের মধ্যে দার্শনিক ও সভ্যতার ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবল প্রচার করিবে। যাহাতে উহারা সভ্যতা ও দার্শনিকতাপূর্ণ ধর্ম্ম সমাজে ফিরিয়া আসে এজন্য পথ রাখিবে।

৪। উহারা যখন ফিরিয়া আসিবে তখন উহাদিগকে গায়ত্রী দীক্ষা দান করিবে। এবং নূতন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজ গড়িবে। ইহাদের বিবাহাদি নিজেদের মধ্যেই হইবে তবে যদি কেহ মনে করে দীক্ষিতরা যথেষ্ট সদাচার সম্পন্ন ও সভ্য হইয়াছে তবে সে ইহাদের সঙ্গে বিবাহাদি করিতে পারিবে।

৫। হিন্দুসমাজের প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে গায়ত্রী উপাসনার প্রবর্ত্তন করিবে। এবং সকলকে শাক্ত সংস্কার (যাহারা গায়ত্রী উপাসনা করে বা যাহারা কালীপূজা, দুর্গাপূজা মানে তাহারা সকলেই শাক্ত) বলিয়া যোগ্য সংস্কার গ্রহণে উৎসাহিত করিবে।

এই পৃথিবী বর্ব্বরতা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার বল - আর বর্ব্বর থাকিতে দিব না। কুসভ্যতা ভাঙ্গিবার জন্য তোমরা কঠোরতম তিনটি রণক্ষেত্র প্রস্তুত কর। যথা :

১। বর্ব্বরদের নিরন্তর কঠোরতম সমালোচনা। কেহ একটি বর্ব্বরতা করিলেই দেশের কোণে কোণে বর্ব্বরবাদের সমালোচনা করিবে।

২। বর্ব্বর সমাজ ছাড়িবার ইচ্ছা হইলেই গায়ত্রী সংস্কার দিবে এবং আর্য্য সভ্যতা মূলক সমাজ জীবন গড়িয়া দিবে।

৩। বর্ব্বরতা করিলেই ভয়ানক সাংঘাতিক প্রতিশোধ দিবে। এইজন্য সর্ব্বদা শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ থাকিবে।

আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যেই এই পৃথিবীর বহুস্থান হইতে বর্ব্বরবাদ উচ্ছেদ করিবার জন্য নিজের শক্তি ও চেষ্টা একাগ্র কর।

তুমি নিজে যদি বর্ব্বরবাদে সামান্যও ব্যথিত হইয়া থাক, তবে নিত্য শক্তিশালী উপাসনা করিবে এবং সকলকে এই উপাসনা করিতে উৎসাহ দিবে। গায়ত্রী, ব্রহ্মস্তোত্র ও

মহামন্ত্রের সমষ্টি ঐ উপাসনা, তুমি উহা সহজেই করিতে পার। তুমি যদি সামবেদীয়, ঋগ্বেদীয়, যজুর্বেদীয় (বা আর্য্য সমাজী) এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যা কর, তবে উক্ত সন্ধ্যার পর ঐ সুন্দর স্তুতি আবৃত্তি করিবে। শক্তিশালী সমাজ জীবন গড়িবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই উহা আয়ত্ত করিবে।

থিয়োসফিষ্টদের দ্বারা হিন্দু দর্শনবাদের প্রবল প্রচারের কথা বাইবেলের ও কুরাণের ব্যক্তিগত ঈশ্বর বাদের ভিৎ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কাজেই এখন এক দল খৃষ্টান ও মুসলমানকে আল্লাহ্ ও গড্‌কে ব্যাপক বলিতে শুনা যায়। ইহারা এত মূর্খ যে ইহারা জানে না যে ব্যাপক ঈশ্বর বিচার করিতে পারে না এবং বিচারকারী ঈস্বর ব্যাপক হইতে পারেন না। মৃতের বিচার যম রাজার কাজ মাত্র। মূর্খরা কয়ামৎ মানে। ঈশ্বরকে ''মালিকে য়ো মিদ্দীন'' বলিয়া স্তুতিও করে এবং ঈশ্বরকে ব্যাপকও বলে (ধর্ম্ম শিক্ষা দেখ)। মূর্খতার একটা সীমা থাকে এবং উহার সীমা থাকাও প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি মূর্খতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

অনেক নামী লোককে ঈশ্বর, আল্লা, গড্‌কে এক তত্ত্ব বলিতে শুনা যায়। ইহাদিগকে ভণ্ড বা মিথ্যুক বলিলে কোনই দোষ হয় না, কারণ ইহা দ্বারা মানুষ গুণ্ডা ও বর্ব্বরবাদকেও দার্শনিক ধর্ম্ম মনে করিয়া অসাবধান হয়। ইহারা বর্ব্বরদের মতই সমাজের শত্রু জানিবে।